দুটি পুরোনো কাব্য

মহীবুল আজিজ*

[সারসংক্ষেপ : ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে স্থানান্তরের পরিণামে ভারতবর্ষের অসংখ্য মননসম্পদের ঠাঁই হয়েছে ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা, একাগ্রতা ও শ্রমনিষ্ঠার সুপরিণতিতে আবিষ্কৃত ও মূল্যায়িত হয়েছে বহুকাল ধরে অনাবিষ্কৃত থাকা অনেক লেখকের সৃজনশীল-মননশীল সাহিত্যিক নিদর্শন। বর্তমান প্রবন্ধে ব্রিটিশ ভারতের তথা পূর্ববঙ্গের, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের এমন দু'জন কবির দু'টি কাব্যগ্রন্থ পর্যালোচিত হবে, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিককার দু'জন বাঙালি কবির সংবেদনশীল কবিমন– একই সঙ্গে বিচিত্র বিষয়নির্ভর কাব্যিকতা।]

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ইতিহাসকার সুকুমার সেনের প্রবাদপ্রতিম গ্রন্থ *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*-এ স্থান পেয়েছে বিচিত্র ও বহুমাত্রিক লেখকদের সাহিত্যকর্মের সমালোচনা ও পর্যালোচনা। বস্তুত এ-গ্রন্থ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণির রচনার এক সালতামামিও বটে। প্রাচীন থেকে শুরু করে মধ্য ও আধুনিক যুগের পরিব্যাপ্তিতে সুকুমার সেনের সমালোচনার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সমালোচিত হয়েছে সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্ম। তবে, এটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ অসাধারণ গ্রন্থে অনেক লেখকের রচনাকর্মের স্থান হয়নি। আমাদের অনুমান, এর পশ্চাতে নিহিত ছিল দু'টো মৌলিক কারণ– প্রথমত, স্থান সংকুলানের বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত গৌণ লেখকদের বাদ দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, অনেক লেখকের সৃষ্টিকর্ম রচয়িতার দৃষ্টিসীমার আড়ালে থেকে যাওয়া। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে স্থানান্তরের পরিণামে ভারতবর্ষের অসংখ্য মননসম্পদের ঠাঁই হয়েছে ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা, একাগ্রতা ও শ্রমনিষ্ঠার সুপরিণতিতে আবিষ্কৃত ও মূল্যায়িত হয়েছে বহুকাল ধরে অনাবিষ্কৃত থাকা অনেক লেখকের সৃজনশীল-মননশীল সাহিত্যিক নিদর্শন।

বর্তমান প্রবন্ধে ব্রিটিশ ভারতের তথা পূর্ববঙ্গের, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের এমন দু'জন কবির দু'টি কাব্যগ্রন্থ পর্যালোচিত হবে যে-গ্রন্থদ্বয়ের কোনো আলোচনা সুকুমার সেন এবং পরবর্তীকালের অপরাপর সাহিত্যেতিহাস-রচয়িতা কিংবা সাহিত্য-সমালোচকদের রচনায় স্থান লাভ করেনি। দু'টো গ্রন্থই বর্তমানে ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে এ-দু'টি কাব্যগ্রন্থ বর্তমান প্রবন্ধকারের নজরে আসে। তারই ভিত্তিতে আজকের যুগে দুর্লভ কাব্যগ্রন্থদু'টোর সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা। গ্রন্থগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিককার দু'জন বাঙালি কবির সংবেদনশীল কবিমন– একই সঙ্গে বিচিত্র বিষয়নির্ভর কাব্যিকতার চিত্রটিও লক্ষ করা যায়। এটিও

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অনিবার্যভাবে লক্ষযোগ্য, ইতিহাস, সমাজ, প্রকৃতি ও সমকালের নানা বিষয় উপাদানরূপে গৃহীত হয় তাঁদের কবিতার শিরোনামে ও কবিতাবলিতে। আলোচ্যমান দু'জন কবি যথাক্রমে শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার বসাক এবং শ্রী ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার বসাকের কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম *স্বর্ণ-কলিকা*। মুদ্রিত প্রচ্ছদে প্রথম বন্ধনীতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটি পরিচিতিমূলক শব্দ 'কবিতাগুচ্ছ'। শেষ প্রচ্ছদে মুদ্রিত তথ্যাবলি ইংরেজিতে– "Printed by S. A. Guny, Purba-Bangla Press, Dacca) অর্থাৎ ঢাকা থেকে জনৈক এস. এ. গনি কর্তৃক পূর্ব-বাংলা প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় গ্রন্থটি। সাব-টাইটেল-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তথ্যাবলি লক্ষ করা যাক– "স্বর্ণ-কলিকা। (কবিতাগুচ্ছ) শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার বসাক প্রণীত। সন ১৩১৩ সাল। মূল্য ৷৷০ আনা। Printed By Surendra Nath Chanda, At the City Press, Dacca" গ্রন্থটির শেষ প্রচ্ছদ এবং 'সাব-টাইটেল' পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দ্বিবিধ তথ্য থেকে এটি অনুমান করা যেতে পারে, ঢাকাস্থ সিটি প্রেসের ব্যবস্থাপক বা মালিক সুরেন্দ্রনাথ চন্দ এবং পূর্ব-বাংলা প্রেসের ব্যবস্থাপক বা মালিক এস. এ. গনি দু'জনই বইটির প্রকাশনার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। হয়তো দু'টো প্রেসেই বইয়ের মুদ্রণকাজ চলে এবং ব্রিটিশ শাসনামলে তথ্য-আইনের বাধ্যবাধকতার ফলে কোনো কিছু গোপন করবার উপায় ছিল না। ফলে, গ্রন্থটির প্রকাশনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্যই ছেপে দেওয়া হয়েছে গ্রন্থে। প্রাথমিক ছয় পৃষ্ঠাসহ গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২৬। আনুমানিক ২৪০ গ্রাম পুরুত্বের সাদা কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থটির প্রচ্ছদ। এটির নকশা পুরোনো দিনে বিবাহ-উপলক্ষ্যে প্রীতি-উপহার জাতীয় প্রকাশনার অনুরূপ।

স্বর্ণ-কলিকা-য় মোট কবিতাসংখ্যা ৬৩। সম্পূর্ণ 'সূচী'– প্রভাত বর্ণন, কে গায়, স্বার্থ, হিতব্রত, কে তুমি, বাঙ্গালী, কালের প্রভাব, বৈষম্য কেন?, ভালবাসা, বিচিত্রতা, কেন ভালবাসি, কমল, বিরহীর আক্ষেপ, সম্মিলন, মহিমা, কীর্ত্তিনাশা, স্নেহ, নরক, সচন্দ্র রজনী, মায়া, কি চাই?, সান্ধ্য তারা, ফুলের সৌরভ, বিধির বিধান, নিদাঘে, মানব জন্ম, কালের গতি, প্রণয়ীর পত্র, শেষ, অহঙ্কার, খেলা, মৃত্যু, নাহি সেই দিন, এস সন্ধ্যা, বাঙ্গালী এমন কেন?, পথিক, দুঃখীর কথা, অমরতা, ডাকিওনা আর, সুখ-স্বপন, সতীত্ব সৌন্দর্য্যে-কামনা, এই কিরে সে ভারত?, শ্মশানে, শান্তি, কে চায়?, উন্মাদিনী, নশ্বরতা, দুর্ভিক্ষ, নির্ব্বাক ভাষা, দুটী বোন, প্রাকৃতিক শোভা, পূর্ণিমার শেষে, সভ্যতা, মহাপূজা, তুমি কি আমার?, হিমালয় : স্মৃতি, যেওনা আর, কোথা ভারতের সেই রতন নিচয়?, আশা সমাধি, পাপীর শান্তি, নিশান্তে বর্ষ, অস্তাচলগামী রবি, বসন্তে। সূচিপত্রে একটি তথ্য প্রদত্ত– "কে গায়'– বান্ধব-এ প্রকাশিত"। অনুমান সংগত, এ-কবির কবিতাবলি সমকালীন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতো।

কবিতাগুলোর শিরোনাম থেকেই বোঝা যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার বসাক বিচিত্র বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি থেকে তাঁর কবিতার বিষয় ও প্রকাশের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। ছয়টি স্তবকবিশিষ্ট একটি কবিতার শিরোনাম 'বাঙ্গালী'। প্রতিটি স্তবকে এবং গোটা কবিতাটিতে বিধৃত হয়েছে কবির হতাশা ও দুঃখবোধ। আছে বাঙালির পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ এবং অন্তর্গত অনৈক্যের তীব্র সমালোচনা। দৃষ্টান্ত :

> হাধিক্ বাঙ্গালি! হায় নাহি লাজ ভয়,
> সামান্য অর্থের তরে বৃথা আত্ম-কলেবরে
> বিদেশীর কাছে সদা করিছ বিক্রয়;
> বিদেশীর পদাঘাত; শ্রাবণের বারিপাত

অম্লানবদনে সবে হৃদি পাতি লয়,
নাহি লাজ, নাহি ভয়, আত্মগ্লানি নাহি হয়,
বিদেশীর পদচ্ছায়া শান্তির নিলয়। (পৃ. ১৫)

প্রতিতুলনায় ব্রজেন্দ্রকুমারের 'বৈষম্য কেন?' কবিতাটির সাম্য-শান্তির কামনা পাঠককে করে আশান্বিত। কবিতাটিতে এক ধরনের দার্শনিকতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কবিতাটির সামগ্রিক পাঠ থেকে তাঁর কবিমানসের যেটুকু পরিচয় ফুটে ওঠে তা থেকে তাঁকে একজন মানবিকতার অনুসারী সহৃদয় ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কবিতাটি থেকে উদ্ধৃতি :

একদিন – সম্ভবতঃ বহু দিন পরে
এই বিশ্ব চরাচরে পরস্পর পরস্পরে
ধরিবে বক্ষেতে; পর ভুলিয়া অন্তরে;
হিংসা দ্বেষ ত্বরা করি ভূমণ্ডল পরিহরি,
পালাইবে বহু দূরে – আঁধার বিবরে,
চির সাম্য বিরাজিবে ভুবন উপরে। (পৃ. ২০)

কবি কাজী নজরুল ইসলামের *অগ্নিবীণা* কাব্যের প্রায় দেড় দশককাল আগে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রকুমারের কাব্যে সাম্য-দর্শনের প্রতিফলন আমাদের পুলকিত করে। তাছাড়া এ কবি ছিলেন প্রবলভাবে উপনিবেশবিরোধীও। তাঁর আরেকটি কবিতার শিরোনাম '*ভালবাসা*'। কবিতাটি থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি:

ভালবাসা, ভালবাসা, কোথা' ভালবাসা?
শুধু স্বার্থ পরতার ভীষণ শৃঙ্খলভার
বাঁধিয়াছে উভয়েরে পূরাইতে আশা,
ভালবাসা, ভালবাসা, কোথা' ভালবাসা? (পৃ. ২০)

পরবর্তী কবিতাটির ('বাঙ্গালী এমন কেন?') দৃষ্টান্তটিকে বলা যায় আত্মসমালোচনা-ধারার, অর্থাৎ বাঙালি মানুষের মধ্যকার অমিল-মতানৈক্য-বিবাদ এসবের সমালোচনাই কবিতাটির মূল লক্ষ্য। এতে কবির ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টির প্রতিফলনও লক্ষযোগ্য। উদ্ধৃতি অনুসরণ করা যাক–

ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলি – স্বভাব এমন,
পরিবার পরিজন অন্নদানে সংরক্ষণ
নাহি করে একভাবে যাবত জীবন;
অবশেষে সুকৌশলে সামান্য কলহচ্ছলে
ভ্রাতায় ভ্রাতায় ভিন্ন রহে অনুক্ষণ। (পৃ. ৬২)

পরবর্তী কবিতাটি কবির স্বাধীনতাচিন্তা এবং উপনিবেশবিরোধী মনোভাবের স্বাক্ষর। গ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতায় হয় প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষভাবে ফুটে উঠেছে ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্যে কবির গ্লানিবোধ। বিষণ্নতার সুর কবিতাগুলোতে স্পষ্ট, কিন্তু হতাশাকে ছাড়িয়ে জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে যাত্রার আহ্বান ছাপিয়ে ওঠে কোনো-কোনো কবিতায়। কবিতাটির শিরোনামেই ('*এই কিরে সে ভারত*') কবির অন্তরের বেদনা মূর্ত–

এই কিরে সে ভারত? যে ভারত হায়
এ জগতে একদিন ছিল সমাসীন
অত্যুচ্চ আসনে নিজ জ্ঞান গরিমায়; ... ...
সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখ একবার,

সোনার ভারতদেশ ধরেছে কেমন বেশ,
লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়াছে মোদের সংসার,
নাহিক অর্থের বল; অবসন্ন অন্তস্তল,
গগন বিদীর্ণ করি উঠে হাহাকার,
ভারত শ্মশান এবে, শূন্য চারি ধার! ... ...
আমরা প্রকৃত শত্রু ভারতমাতার,
ভ্রাতৃকলহের ফলে ভারত মাতার গলে
পরায়ে দিয়েছি হায় দাসত্বের হার।
চির মাতৃদ্রোহী যারা হয়ত আরও তারা
লভিতে কঠোর পীড়া পারে অনিবার,
মায়ের কুপুত্র মোরা দীন, কুলাঙ্গার। (পৃ. ৭৪–৭৫)

'কোথা ভারতের সেই রতননিচয়' কবিতায় পূর্ববর্তী কবিতার হতাশার ভাব আরও প্রকট রূপে প্রকাশিত–

কোথা ভারতের সেই রতননিচয়
কোথা এ সময়,
যাহাদের বীর্য্যবলে হয়েছিল ভূমণ্ডলে
অসাধ্যসাধন, যারা খ্যাত জগন্ময়,
কোথা ভারতের সেই রতননিচয়? (পৃ. ১০৯)

১৩১৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯০৭ সালে প্রকাশিত শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার বসাকের *স্বর্ণ-কলিকা* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকালে তাঁর বয়স *আনুমানিক* ত্রিশ বছর হলে তাঁর জন্মসাল দাঁড়ায় ১৮৭৭ সাল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বলে ধারণা করি তিনি হয়তো ঢাকা জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর আর কোনো কাব্যগ্রন্থের তথ্য আমরা পাই না। ভবিষ্যতে তাঁর প্রকাশিত আরও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে এ কবির কাব্যকীর্তি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। তবে একটি কাব্যগ্রন্থের সূত্রে আমরা তাঁর যে-তেষট্টিটি কবিতার সহযোগ লাভ করি তাতেও তাঁর কবিমানস সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা পাওয়া যায়। ইতিহাস-সমাজ-সমকাল-প্রকৃতি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়কে কাব্যের উপজীব্য করবার তাঁর এষণা প্রশংসনীয়।

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম *প্রবাহিকা*। ইংরেজিতে প্রদত্ত গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি– "A Little River. A collection of miscellaneous poems. Pages 2, 4, 195. Published by the author, Chittagong.1320 sal or 1913–14 A. D. [12th September, 1914] 1st edition. Price, Re. 1." 'সাব-টাইটেল'-পৃষ্ঠায় দেওয়া তথ্য– "*প্রবাহিকা*। শ্রী ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ : ১৩২০ বাঙ্গালা। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।" দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তথ্যানুসারে গ্রন্থটির প্রকাশক কে. বি. বসু এবং এটি চট্টগ্রামের মিন্টো প্রেস থেকে মুদ্রিত। গ্রন্থের শুরুতে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, কবিতাগুলির অধিকাংশই ইতঃপূর্বে 'নব্য ভারত', 'উপাসনা', 'আলোচনা', 'বসুধা', 'মৃন্ময়ী', 'নৈবেদ্য', 'তারা' প্রভৃতি মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছিল। ভূমিকা থেকে আরও জানা যায়, তিন বছর পূর্বে প্রেসে ছাপতে দেওয়া হয় গ্রন্থ কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বাবধানের অভাবে তা আলোর মুখ দেখেনি। এছাড়া গ্রন্থকারের জনৈক বন্ধু পুস্তকটির তত্ত্বাবধানের ভার নিয়ে 'শতাধিক টাকা' আত্মসাৎ করায় এবং অতঃপর তাঁর 'শিশু পুত্র ও স্ত্রী'র মৃত্যুর কারণে তিনি ব্যক্তিগত শোকে আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। সেসময় চট্টগ্রাম শাখা সাহিত্য পরিষৎ-এর সম্পাদক "সহৃদয় ভক্তিভাজন শিক্ষক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী ও

তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ চৌধুরী" নানা ভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। গ্রন্থকার কবির বক্তব্যের শেষাংশ– "পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই পুস্তকের নামকরণ লইয়া সম্প্রতি নানা কথা উঠিয়াছে বলিয়া জানিলাম। সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্য বহিরাবরণ হইতে পুস্তকের অন্তর্নিবিষ্ট বস্তুর প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখেন বলিয়া বিশ্বাস করি, 'প্রবাহিকা' এখানে "ক্ষুদ্র নদী বিশেষ" এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।" ১৩২০ বঙ্গাব্দের ১৫ ফাল্গুন রচিত ভূমিকা থেকে জানা যায় শ্রী ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী চট্টগ্রামের ধোরলা নামক গ্রামের অধিবাসী। ভূমিকাংশের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায়, কবি ধীরেন্দ্রলাল সমকালীন চট্টগ্রামে একজন কর্মতৎপর কাব্যকর্মী ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর মত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ছিল ইতিবাচক যোগসূত্রিতা।

গ্রন্থ'সূচী' অনুযায়ী সন্নিবেশিত কবিতার সংখ্যা সর্বমোট ১০২টি– প্রবাহিকা, উদ্দেশে, আবরণ, অব্যক্ত, দুরাশা, নিবেদন, আয়োজন, আশাতীত, বাধা, পরিচিত, সহযাত্রী, আবাহন, পাষাণ, সূর্য্যোদয়, চৈতালিক, তীর্থ আশীর্ব্বাদ, ভক্তি ও শক্তি, প্রতীক্ষায়, সিংহাসন, অভিষেক, অগ্নিপরীক্ষা, আহুতি, প্রত্যাগত, পল্লী, কামনা, অজ্ঞাতবাস, অভিশাপ, প্রতিষ্ঠা, মাতৃমূর্ত্তি, বিকাশ, কর্ত্তব্য, ঋণী, নববর্ষ, হৃদয়বিতান, বিস্মৃত, মুগ্ধ, পরাজিত, বিদ্যুৎ, অভিসারে, হৃদয়হারা, লজ্জিতা, অবগুণ্ঠিতা, ভিখারী, যদি, চক্রবৃদ্ধি, ফুল, বিদায়, একা, খোকা, লুকোচুরি, অজ্ঞাতে, বিয়োগ, উপকূল, পরিমিত, প্রমাণ, মরীচিকা, আশা, অনায়ত্ত, দিশেহারা, উপেক্ষিত, প্রবোধ, বাদল, যৌবনবর্ষা, বাসনা, কল্পনা, কবিতা, সাথী, অতীতগাথা, স্মৃতিগত, বিধবা, বিশ্ব, প্রকৃতি, ব্যথিতা, দুঃখ, ভবিষ্যৎ, সমালোচনা, সাবধান, প্রতিদান, বর্ষা, দিবাশেষে, অবশিষ্ট, কিছু না, জোস্না, প্রার্থনা, ভুল, অন্তরালে, জীবিত, আঁচল, আকিঞ্চন, বিপদে, অভিন্ন, অচ্ছেদ্য, মোহ, দাতা, হৃত সর্বস্বের ধন, অমর, আষাঢ়, তদ্গাত, পরশপাথর, অদর্শনে, নৈবেদ্য যাঞ্ছা, সাগর সঙ্গম।

কবিতাগুলোর শিরোনাম থেকে বোঝা যায় ব্রজেন্দ্রকুমারের ন্যায় ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরীও বিচিত্র বিষয়ে কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। গ্রন্থভূত তাঁর কবিতার সংখ্যা শতাধিক। কবিতাগুলোর শিরোনাম থেকে বলা যায় প্রকৃতি, নীতি-নৈতিকতা, প্রেম, জাগতিক উপলক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগ অধিক। ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর কিছু কবিতার উদ্ধৃতি থেকে তাঁর কবিমানসটিকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়–

নিরুদ্যম সুপ্তি-মৌন স্তব্ধতা বিজন,
তারি মাঝে স্বপ্ন সম অসীম তরল
ব্যর্থ-বাসনার চির-জাগ্রত-স্পন্দন,
নিশীথের রুদ্ধ-গৃহে করে ছল্ ছল্;
ভেদিয়া পাষাণরাশি,
ফুটাতে চাহিছে হাসি,
ভাঙ্গিছে বিপুল-শান্তি অদম্য-নয়ন ধারে
ললিত ছন্দের মাল্যে বিকশিত আপনারে। ('প্রবাহিকা', পৃ. ১)

উদ্দেশে–

ভরিলে যৌবন শ্রীতে মানব-হৃদয়
উঠে যথা প্রাণে নিত্য ব্যথাময় গীত,
যদিও জানে না কা'র বিরহে নিশ্চয়,

বুঝে তবু আছে কেহ তাহারি বাঞ্ছিত। ('অব্যক্ত', পৃ. ৫)

ভগ্ন পরাণ আছে অবশেষ,
কি দিয়া তোমায় পূজিব ভবেশ?
কি দিব চরণে ঢালি?
পরের রচিত মালাখানি নিয়ে
পারিব কি পদে দিতে পরাইয়ে
সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী! ('আয়োজন', পৃ. ১৪)

রাঙা সাদা মেঘগুলি নীলাকাশ তলে
পাখা মেলি ধীরে ধীরে উড়ে উড়ে যায়,
আমার হৃদয় খানি ডেকে ডেকে বলে
"কোথা যাও সাথে করি লও না আমায়। ('সহযাত্রী', পৃ. ২০)

দীপ যথা একে একে/ তৈল বিন্দু গায়ে মেখে,
শেষ নিজ শিখা মুখে/ আপনি মিশিয়া যায়,
তেমতি এ সাধ আশ/ ভুল যদি ভস্মরাশ,/ অন্তিমের নিশোয়াস
মিশুক নিশ্বাস বায়। ('আহুতি', পৃ. ৪৩–৪৪)

কোথা যাব? কতদিন পরে আরবার
তোমারি পবিত্র অঙ্কে আসিনু ফিরিয়া
ভাটার তটিনী সম; তখন তোমার
শুষ্ক দেহে নাহি স্ফূর্ত্তি, আবর্ত্ত ঘেরিয়া
আবিল পঙ্কিল মুখে বিদ্রূপের হাসি
ছড়াইছে চারিদিকে। ('প্রত্যাগত', পৃ. ৪৬)

মাঝে মাঝে জীবনের হেন দিন আসে
মৃত্যুও যে দিন হয় প্রাণ প্রিয়তম,
দুঃখ বিপদেরে আর ভয় নাহি বাসে
আপনি ছিঁড়িতে যায় আপন মরম। ('অভিশাপ', পৃ. ৫৫)

কি ছিল আমার হৃদয়ের তলে
  আমারি অজানা ধন,
  দেশে দেশে তার নিছি সন্ধান
  করিয়াছি প্রাণপণ;
সারা জগতের গভীর-আঁধার
বহিয়া মরেছি ঘুরে,
  আর কেবা কবে জ্বেলে গেছে বাতি
  আমারি অন্তঃপুরে; ('বিকাশ', পৃ. ৬২)

মনে ছিল গাহিবার আগে,
  আবেগে আধেক গাই,
  গান যদি ভুলে যাই

সুর যদি নাহি মিলে রাগে,
  চেয়ে র'ব দূর শূন্য পানে,
বার বার ফিরে ফিরে
  সেই ভাঙ্গা পদটিরে
বহুকাল জাগাইয়া প্রাণে। ('বিস্মৃত', পৃ. ৭২)

নিঃস্ব জীবনের সেই প্রথম প্রভাতে
দিয়েছিনু তারে বুঝি একটুকু স্নেহ
সাক্ষ্য নাহি ছিল, নাহি কাগজের পাতে
  গ্রহীতা ব্যতীত তাহা জানে ও না কেহ,
  ঋণ দাতা করে নাই প্রতিদান আশা
ভুলেছিল ক্ষণিকের ক্ষুদ্র ক্ষতিটুকু,
  গ্রহীতা তখনো তার পায় নাই ভাষা
বলিতে কেমন করে কাঁপিতেছে বুক।
  জমে হৃদি ভাণ্ড তার সুদের ও সুদ
অবিরাম পরিশোধ করিছে সে ঋণ।
  অনন্ত ঋণের জালে আবদ্ধ প্রেয়সী,
কে জানে কাহার ঋণ বেশী হবে হায়
  দুজনার মাঝে! যদি হিসাবেতে বসি,
কে জানে কাহার কাছে কেবা বেচা যায়। ('চক্রবৃদ্ধি', পৃ. ৯৬–৯৭)

শ্রী ব্রজকুমার বসাক এবং শ্রী ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী উনিশ শতকের এই দু'জন বাঙালি কবির একজন ঢাকা এবং অন্যজন চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী। তাঁদের দু'জনের একটি করে কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলো বর্তমানে ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। কালের প্রবলতার তোড়ে শতাধিক বছরেরও অধিক কাল আগেকার কবিদ্বয়ের কাব্যগ্রন্থ বাংলাদেশের কোনো গ্রন্থাগারে বা কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই তবে গ্রন্থ প্রকাশের কালে এঁরা দু'জনেই যে সেসময়কার বাংলাদেশে ও বাংলা ভাষায় সম্মানিত অবস্থানে আসীন ছিলেন সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উভয় কবির মানসিক বিকাশ ঘটে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব ও পরেকার তরঙ্গময় পরিপ্রেক্ষিতে। কাব্যগ্রন্থের বিচারে দুজনের মধ্যে কালগত ব্যবধান ছয় বছর হলেও এঁদের মধ্যে কে বয়সে বড় ছিলেন তা জানবার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া গ্রন্থগুলো তাঁদের দু'জনেরই প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ নাকি তাঁরা আরও কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন সে-বিষয়েও মন্তব্য করা দুরূহ। তবে কবিতাগুলোর সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, ব্রজকুমারের কবিতায় সমাজ-সমকাল-রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক সচেতনতা অধিক। তুলনামূলকভাবে ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর কবিতায় কল্পনাপ্রবণতার ছাপ বেশি। অর্থাৎ তিনি খানিকটা রোম্যান্টিক স্বভাবের কবি। তাঁরা দু'জনেই নজরুলপূর্ব যুগের কবি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালীন। বয়সে তাঁরা উভয়েই রবীন্দ্রনাথের চাইতে পনেরো থেকে কুড়ি বছরের ছোটো ছিলেন।

উনিশ শতক থেকে সূচিত হওয়া বাংলা গীতিকবিতার ধারা পরবর্তীকালে বহু কবির কাব্যিক অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সেসব কবির অনেকের কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি কিন্তু প্রাচীন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁদের কবিতাবলি এখনও অগ্রন্থিত অবস্থায় রয়ে গেছে। ব্রজকুমার বসাক

এবং ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর কাব্য-অবদান বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসের অঙ্গীভূত হিসেবে বিবেচ্য। তাঁদের অগ্রন্থিত কবিতা কিংবা প্রকাশিত কিন্তু অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত আরও কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেলে তাঁদের কাব্যমানস সম্পর্কে অধিকতর আলোকিত হওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

আকরগ্রন্থ

শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার বসাক (১৩১৩)। *স্বর্ণ-কলিকা* (কবিতাগুচ্ছ)। এস. এ গণি ও সুরেন্দ্রনাথ চন্দ কর্তৃক মুদ্রিত। পূর্ব-বাংলা প্রেস ও সিটি প্রেস, ঢাকা।

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৩২০)। *প্রবাহিকা*। প্রকাশক : কে. বি. বসু, চট্টগ্রাম।